২০১৭-২০১৮ সালের রকমারি
ডটকম বেস্ট-সেলিং বই

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

আরিফ আজাদ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

✍ প্রকাশকের কথা

সভ্যতার শুরু থেকেই সত্য ও মিথ্যার ধারাবাহিক লড়াই। মানবতার সমাধানে ইসলাম বরাবরই জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকদের অপপ্রচার ও বিদ্বেষ মোকাবিলা করে আসছে। আধুনিক সভ্যতার এই সময়ে দাঁড়িয়েও সেই ধারা অব্যাহত আছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান পরিসরকে ব্যবহার করে ইসলাম বিদ্বেষী মহল সুকৌশলে তরুণ প্রজন্মের চিন্তার রাজ্যে সন্দেহের বীজ বোপন করছে। সন্দেহ থেকে সংশয়, সংশয় থেকে অবিশ্বাস। এভাবে এক অবিশ্বাসী প্রজন্মের গোঁড়াপত্তন হচ্ছে কি-বোর্ডে। কিছু অযাচিত বুলি শিখে, প্রশ্নের ডালি নিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বাসীদের সুশৃঙ্খল চিন্তার দুনিয়ায়। কিছু কিছু তরুণ-যুবা দিকভ্রান্তও হচ্ছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতে। অবিশ্বাসীদের আপাত চমকপ্রদ প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় হিমশিম অবস্থা। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ যেখানে, সেখানেই বিশ্বাসী প্রাণের যৌক্তিক লড়াই। এমনই এক বিশ্বাসী তরুণ আরিফ আজাদ। অনলাইন দুনিয়ায় অবিশ্বাসীদের উত্থিত প্রশ্নের সাবলীল উত্তর দিয়ে অজস্র মানুষের প্রিয়ভাজন হয়েছেন। একজন তরুণ এত চমৎকার ও যৌক্তিক ভাষায় ইসলাম বিরোধীদের জবাব দিতে পারেন, ভাবতেই আশাবাদী মন জানান দেয়– আগামীর দিন শুধু সম্ভাবনার। 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' বইটিতে গল্প ও সাহিত্যরস দিয়ে অবিশ্বাসীদের নানান প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

অনুভব করেছি, আরিফ আজাদের কথাগুলো অনলাইন দুনিয়ার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বাস্তব দুনিয়ায়ও থাকা উচিত। নাস্তিক্যবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের জবাবে অনেকেই লিখছেন, বলছেন। এই বইটি সেসব জবাবের ভিত্তিকে আরও মজবুত করবে। আমার বিশ্বাস বইটি তরুণ প্রজন্মের মনোজগতে এক তুমুল আলোড়ন তুলবে। আশা করি বইটি পড়ে অবিশ্বাসীরাও নির্মোহভাবে ইসলাম নিয়ে চিন্তা করবেন।

'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন' এই অসাধারণ বইটি প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখাগুলোকে পাণ্ডুলিপি আকারে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজটা অনেক বড়ো চ্যালেঞ্জের। বইটিকে যথাসম্ভব সুন্দর ও নিঁখুত করতে আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের কোনো ত্রুটি ছিল না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমাদের যোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে বিশ্বাস করছি।

লেখকের স্বকীয়তা এবং ভাষার বৈচিত্র বিবেচনায় প্রয়োজনে ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নজর দেওয়া সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যেকোনো সংশোধনীকে আমরা স্বাগত জানাব। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে আরও সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করব- ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি আমাদের বিশ্বাসের প্রাচীরকে আরও মজবুত করুক। ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বাসের কথা প্রতি জনে, প্রতি প্রাণে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
বাংলাবাজার, ঢাকা।

✍ লেখকের কথা

সময় পালটেছে। পালটেছে যুগ আর মানুষের চাহিদা। সাথে সাথে মানুষের মধ্যে জানার আকাঙ্ক্ষাটাও বেড়েছে অনেক। পরিবেশ, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম সবকিছু নিয়ে আমরা এখন সদা তৎপর। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছি সবাই। এই চলার পথে নানান মানুষের, নানান মতের সাথে পরিচিত হচ্ছি প্রতিনিয়ত। এই মত, পালটা মতের বিচার-বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারও বিশ্বাস পালটে যাচ্ছে, কারও বা সুদৃঢ় হচ্ছে আগের চেয়ে। এমনই সময়ের বাঁকে, ইন্টারনেট আর প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা নতুন অনেক কিছুই জানছি, যা হয়তো আগে জানতাম না। এই জানাটা আমাদের কাউকে আত্মবিশ্বাসী করছে, কাউকে করছে সংশয়বাদী। প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নানান প্রশ্ন। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়, কিলবিল করে এসব প্রশ্ন। 'এটা কি সত্যিই এরকম? এটা এমন কেন? এটা আসলে কী হতে পারে?' এই জাতীয় নানান রকম প্রশ্নবাণে আমরা প্রায়ই জর্জরিত হই।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি নিজেও এসবের মুখোমুখি হই। এসবের উত্তর খুঁজতে নিজেকে ডুবিয়ে রাখি। জ্ঞানরাজ্যে পদার্পণ করি জানার, শেখার আশায়।

একসময় ভাবলাম, এই প্রশ্নগুলো তো আমার একার নয়, আমার মতো অনেকের। আমি যতটুকু জেনেছি আর বুঝেছি তা অন্যদের জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে একসময় কলম হাতে নেমে পড়ি। আমি সম্পূর্ণ জানি না। অনেক কিছুই আমার অজানা। তবে, যেটুকু আমি জেনেছি তা অন্যদের জানাতে আমি সামনে নিয়ে এলাম 'সাজিদ'-কে। সাজিদ তার সাধ্যমতো প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করে। সাজিদ জানে তার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তবুও সে তার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে বলে যায়। এভাবেই সাজিদ এগিয়ে যায়।

লেখাগুলো কখনো মলাটবদ্ধ হবে তা আমি ভাবিনি। এই লেখা মলাটবদ্ধ হওয়ার পেছনে যার অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা আর সহযোগিতা অপরিসীম, সেই শ্রদ্ধেয় নাসির ভাইকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। নবীন একজন লেখকের বই প্রকাশ করে 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন' আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। লেখালেখির মূল অনুপ্রেরণা সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই প্রয়াসটুকু যাদের জন্য, বইটি যদি তাদের সামান্য উপকারেও আসে, তবেই আমার-আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আরিফ আজাদ
চট্টগ্রাম

পাঠক প্রতিক্রিয়া

'সাজিদ সিরিজ' আমার খুবই প্রিয় একটা সিরিজ। কেন? কারণ, যখন বাংলাদেশে চারদিকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদের নাম করে আল-কুরআন, ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মাদ (সা.)-কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে, ঠিক তখনই আরিফ আজাদের 'সাজিদ সিরিজ' তাদের মোক্ষম জবাব হিসেবে হাজির হলো। সাজিদের ভাষা সমসাময়িক, প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর। তার উপস্থাপন লজিক্যাল, তথ্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক।

→ আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ
কবি

লেখক আরিফ আজাদ এবং তার সৃষ্ট সাজিদ চরিত্রের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমার পরিচয়। শুরু থেকেই এ চরিত্রটি আমাকে মুগ্ধ করতে থাকে। সাজিদের মধ্য দিয়ে লেখক মানবিক ও মানসিক দ্বন্দ্ব দূর করে স্রষ্টার একক ও সর্বোচ্চ সত্তার সত্যায়ন, প্রচলিত মতভেদ ও ধ্যান-ধারণার সর্বাধুনিক নিষ্পত্তিকরণের কাজ করলেও এটিকে কেবল 'ধর্মীয়' তকমা দিয়ে উপসংহারে পৌঁছানো যাবে না। প্রতিটা বিষয়ের অবতারণা, উপস্থাপনা ও যুক্তিতর্ক এতটাই সাবলীল ও সুখপাঠ্য যে সাহিত্যের বিচারেও তার উৎকর্ষতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। সাজিদকে যদি কোনো গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে বসিয়ে লেখক কাল্পনিক ঘটনার পরম্পরা সাজাতেন, তবুও তা সমাদৃত হতো বলেই আমার বিশ্বাস। এমনকী সাজিদের আশপাশের চরিত্রগুলোর আবেদনও কম নয়। তাদের দিয়ে মূল আবহটা তৈরি করার পর সাজিদকে সামনে এনেছেন। সাজিদ চরিত্রের আশ্রয়ে লেখক যেন নিজেকে প্রকাশ করেছেন বারবার। 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' সংকীর্ণতা, মূর্খতা ও অসত্যের ঢাকনা খোলার যুতসই চাবি।

→ সোহেল নওরোজ
বিশিষ্ট গল্পকার

কৈশোর থেকেই স্রষ্টা, জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আমার মনে নানা প্রশ্ন আসত। প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে বিভিন্ন ধরনের বই ঘাটতাম এবং চিন্তা করতাম। পড়তে গিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর পেলে সবসময় মনে হতো এ বিষয়গুলোকে যদি প্রাণবন্ত করে গল্পের আকারে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে আমার মতো যারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করছেন, তাদের জন্য সহজ হতো। আরিফ আজাদ যেন আমার মনের সেই আকাঙ্ক্ষাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আরিফের লেখনী অত্যন্ত ক্ষুরধার এবং উপস্থাপনশৈলী চমৎকার। আল্লাহ তার কলমকে অবিশ্বাসীদের অপপ্রচার অপণোদনে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলুন।

→ আবদুল্লাহ সাঈদ খান
এমবিবিএস, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

সূচিপত্র

একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস	১১
তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা : স্রষ্টা কি এখানে বিতর্কিত	১৮
স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না	২৬
শূন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব	৩২
তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন : সত্যিই কি তাই	৪০
মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো... অতঃপর	৪৬
স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল	৫২
একটি সাম্প্রদায়িক আয়াত এবং...	৫৯
কুরআন কি সূর্যের পানির নিচে ডুবে যাওয়ার কথা বলে	৬৪
মুসলমানদের কুরবানি ঈদ এবং একজন মাতুব্বরের অযাচিত মাতব্বরি	৭১
আল-কুরআন কি মানবরচিত	৭৯
রিলেটিভিটির গল্প	৮৭
A Letter to David: Jessus Wasn't Myth & He Existed	৯৪
কুরআন, আকাশ, ছাদ এবং একজন ব্যক্তির মিথ্যাচার	১০৩
আয়িশা (রা.) ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিয়ে এবং কথিত নাস্তিকদের কানাঘুষা	১০৯
কুরআন কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজের কথা	১১৭
স্রষ্টা যদি দয়ালুই হবেন, তাহলে জাহান্নাম কেন	১২৩
কুরআন মতে পৃথিবী কি সমতল না গোলাকার	১২৮
একটি ডিএনএ'র জবানবন্দি	১৩৬
কুরআনে বিজ্ঞান : কাকতালীয় নাকি বাস্তবতা	১৪৬
স্রষ্টা কি এমন কিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা নিজেই তুলতে পারবে না	১৫৩
ভেল্কিবাজির সাতকাহন	১৬১

একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস

আমি রুমে ঢুকেই দেখি সাজিদ কমপিউটারের সামনে উঁবু হয়ে বসে আছে। খটাখট কী যেন টাইপ করছে। আমি জগ থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। প্রচণ্ড রকম তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাওয়ার জোগাড়। সাজিদ কমপিউটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল- 'কি রে, কিছু হইল?'

আমি হতাশ গলায় বললাম- 'নাহ।'

'তার মানে তোকে এক বছর ড্রপ দিতেই হবে?' সাজিদ জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, 'কী আর করা। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।'

সাজিদ বলল- 'তোদের এই এক দোষ, বুঝলি? দেখছিস পুওর অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য এক বছর ড্রপ খাওয়াচ্ছে, তার মধ্যেও বলছিস, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। ভাই, এইখানে কোন ভালোটা তুই পাইলি,বলত?'

সাজিদ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। আমি আর সাজিদ রুমমেট। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজিতে পড়ে। প্রথম জীবনে খুব ধার্মিক ছিল। নামাজ-কালাম করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কীভাবে কীভাবে যেন এগনোস্টিক হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে স্রষ্টার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে এখন পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে গেছে। ধর্মকে এখন সে আবর্জনা জ্ঞান করে। তার মতে, পৃথিবীতে ধর্ম এনেছে মানুষ। আর 'ঈশ্বর' ধারণাটাই এই রকম স্বার্থান্বেষী কোনো মহলের মস্তিষ্কপ্রসূত।

সাজিদের সাথে এই মুহূর্তে তর্কে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তাকে একদম ইগনোর করেও যাওয়া যায় না।

আমি বললাম- 'আমার সাথে তো এর থেকেও খারাপ কিছু হতে পারত, ঠিক না?'

'আরে, খারাপ হওয়ার আর কিছু বাকি আছে কি?'

'হয়তো।'

'যেমন?'

'এরকমও তো হতে পারত, ধর, আমি সারা বছর একদমই পড়াশোনা করলাম না। পরীক্ষায় ফেইল মারলাম। এখন ফেইল করলে আমার এক বছর ড্রপ যেত। হয়তো ফেইলের অপমানটা আমি নিতে পারতাম না। আত্মহত্যা করে বসতাম।'

সাজিদ হা হা হা হা করে হাসা শুরু করল। বলল- 'কী বিদঘুটে বিশ্বাস নিয়ে চলিস রে ভাই।'

এই বলে সে আবার হাসা শুরু করল। বিদ্রুপাত্মক হাসি।

রাতে সাজিদের সাথে আমার আরও একদফা তর্ক হলো।

সে বলল- 'আচ্ছা, তোরা যে স্রষ্টায় বিশ্বাস করিস, কীসের ভিত্তিতে?'

আমি বললাম- 'বিশ্বাস দু-ধরনের। একটা হলো, প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস। অনেকটা শর্তারোপে বিশ্বাস বলা যায়। অন্যটি হলো, প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস।'

সাজিদ হাসল। সে বলল- 'দ্বিতীয় ক্যাটাগরিকে সোজা বাংলায় অন্ধ বিশ্বাস বলে রে আবুল, বুঝলি?'

আমি তার কথায় কান দিলাম না। বলে যেতে লাগলাম-

'প্রমাণের ভিত্তিতে যে বিশ্বাস, সেটা মূলত বিশ্বাসের মধ্যে পড়ে না। পড়লেও, খুবই ট্যাম্পোরারি। এই বিশ্বাস এতই দুর্বল যে, এটা হঠাৎ হঠাৎ পালটায়।'

সাজিদ এবার নড়েচড়ে বসল। সে বলল- 'কীরকম?'

আমি বললাম- 'এই যেমন ধর, সূর্য আর পৃথিবীকে নিয়ে মানুষের একটি আদিম কৌতূহল আছে। আমরা আদিকাল থেকেই এদের নিয়ে জানতে চেয়েছি, ঠিক না?'

'হু, ঠিক।'

'আমাদের কৌতূহল মেটাতে বিজ্ঞান আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা একাট্টা ছিলাম। আমরা নির্ভুলভাবে জানতে চাইতাম যে, সূর্য আর পৃথিবীর রহস্যটা আসলে কী। সেই সুবাধে, পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নানান সময়ে নানান তত্ত্ব আমাদের সামনে এনেছেন। পৃথিবী আর সূর্য নিয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানি টলেমি। টলেমি কি বলেছিল, সেটা নিশ্চয় তুই জানিস?'

সাজিদ বলল- 'হ্যাঁ। সে বলেছিল সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।'

'একদম তাই। কিন্তু বিজ্ঞান কি আজও টলেমির থিওরিতে বসে আছে? নেই। কিন্তু কি জানিস, এই টলেমির থিওরিটা বিজ্ঞান মহলে টিকে ছিল পুরো ২৫০ বছর। ভাবতে পারিস? ২৫০ বছর পৃথিবীর মানুষ, যাদের মধ্যে আবার বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ছিল, তারাও বিশ্বাস করত যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এই ২৫০ বছরে তাদের মধ্যে যারা যারা মারা গেছে, তারা এই বিশ্বাস নিয়েই মারা গেছে যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।'

সাজিদ সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল- 'তাতে কী? তখন তো আর টেলিস্কোপ ছিল না, তাই ভুল মতবাদ দিয়েছে আর কী। পরে নিকোলাস কোপারনিকাস এসে তার থিওরিকে ভুল প্রমাণ করল না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোপারনিকাসও একটা মস্তবড়ো ভুল করে গেছেন।'

সাজিদ প্রশ্ন করলো- 'কীরকম?'

'অদ্ভুত! এটা তো তোর জানার কথা। যদিও কোপারনিকাস টলেমির থিওরির বিপরীত থিওরি দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে নয়; বরং পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘুরে। কিন্তু তিনি এক জায়গায় ভুল করেন এবং সেই ভুলটাও বিজ্ঞান জগতে বীরদর্পে টিকে ছিল গোটা পঞ্চাশ বছর।'

'কোন ভুল?'

'উনি বলেছিলেন, পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, কিন্তু সূর্য ঘুরে না। সূর্য স্থির। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান বলে- নাহ, সূর্য স্থির নয়। সূর্যও নিজের কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে।'

সাজিদ বলল- 'সেটা ঠিক বলেছিস। কিন্তু বিজ্ঞানের এটাই নিয়ম যে, প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হবে। এখানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছু নেই।'

'একদম তাই। আমিও জানি, বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছু নেই। একটা বৈজ্ঞানিক থিওরি ২ সেকেন্ডও টিকে না, আবার আরেকটা ২০০ বছরও টিকে যায়।

তাই প্রমাণ বা দলিল দিয়ে যা বিশ্বাস করা হয়, তাকে আমরা বিশ্বাস বলি না। এটাকে আমরা বড়োজোর চুক্তি বলতে পারি। চুক্তিটা এরকম- 'তোমায় ততক্ষণ বিশ্বাস করব, যতক্ষণ তোমার চেয়ে অথেনটিক কিছু আমাদের সামনে না আসছে।'

সাজিদ আবার নড়েচড়ে বসল। এবার সে কিছুটা একমত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম- 'ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার ধারণা/অস্তিত্ব ঠিক এর বিপরীত। তুই দ্যাখ, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যকার এই গূঢ় পার্থক্য আছে বলেই আমাদের ধর্মগ্রন্থের শুরুতেই বিশ্বাসের কথা বলা আছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা বাকারার দুই নম্বর আয়াতে বলা আছে- "এটা তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।"

যদি বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল কিছু থাকত, তাহলে হয়তো ধর্মগ্রন্থের শুরুতে বিশ্বাসের বদলে বিজ্ঞানের কথাই বলা হতো। হয়তো বলা হতো- "এটা তাদের জন্যই যারা বিজ্ঞানমনস্ক।"

কিন্তু যে বিজ্ঞান নিজেই সদা পরিবর্তনশীল, যে বিজ্ঞানের নিজের ওপর নিজেরই বিশ্বাস নেই, তাকে কীভাবে অন্যরা বিশ্বাস করবে?'

সাজিদ বলল- 'কিন্তু যাকে দেখি না, যার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, তাকে কী করে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

'সৃষ্টিকর্তাকে কি তাহলে বিজ্ঞান দিয়ে জাজ করতে হবে? বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নেই? নাকি থাকতে নেই?' আমি বললাম।

'বিজ্ঞানের আবার সীমাবদ্ধতা কী? হ্যাঁ, আজকে বিজ্ঞান হয়তো কিছু একটা আমাদের জানাতে পারছে না। তার মানে কিন্তু এই না যে, ইন ফিউচারে বিজ্ঞান সেটা কখনোই পারবে না।'

আমি হা হা হা করে হাসা ধরলাম। সাজিদ আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'হাসছিস কেন এভাবে?'

'তোর কথা শুনে।'

'আমি হাসার কথা বলেছি?'

'অবশ্যই।'

সাজিদকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। আমি আবার বললাম, 'বিজ্ঞানের যে নির্দিষ্ট একটা গণ্ডি আছে, সীমাবদ্ধতা আছে, সেটা তুই জানিস না– এটাই আশ্চর্য লাগছে।'

'এটা কি তোর কথা?'

'না তো। আমার কথা না। বিজ্ঞানের কথা।'

'কোন বিজ্ঞান?' সাজিদের প্রশ্ন।

'কোয়ান্টাম মেকানিক্স।'

এবার সে একটু থামল। বলল, 'খুলে বল ব্যাটা।'

আমি একটু গলা খাঁকারি দিলাম। বললাম, 'জাফর ইকবাল স্যারের রেফারেন্স দিয়ে বলি?'

জাফর ইকবাল স্যারের ভীষণ ভক্ত আমরা দুজন। সাজিদ বলল, 'মানে?'

আমি বললাম, 'শোন, বিজ্ঞানের যে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে, একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যে বিজ্ঞান যায় না বা যেতে পারে না- সেটা আধুনিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল স্যারের বই 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়েছিস?'

'নাহ।'

আমার ব্যাগে স্যারের বইটা ছিল। আমি ব্যাগ খুলে বইটি বের করলাম। বইটির দশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে কিছু লেখা সাজিদকে পড়ে শোনালাম। বইতে যা লেখা ছিল–

"কাজেই যারা বিজ্ঞান চর্চা করে তারা ধরেই নিয়েছে আমরা যখন বিজ্ঞান দিয়ে পুরো প্রকৃতিটাকে বুঝে ফেলব। তখন আমরা সবসময় সবকিছু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। যদি কখনো দেখি কোনো একটা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তখন বুঝতে হবে এর পিছনের বিজ্ঞানটা তখনো জানা হয়নি। যখন জানা হবে তখন সেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। এক কথায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্‌বাণী সবসময়েই নিখুঁত এবং সুনিশ্চিত।"

কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞানের এই ধারণাটাকে পুরোপুরি পালটে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, প্রকৃতি আসলে কখনোই সবকিছু জানতে দেবে না। সে তার ভেতরের কিছু কিছু জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ কখনোই সেটা জানতে পারবে না। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা নয়। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা একটা পর্যায়ে গিয়ে কখনোই আর জোর গলায় বলবেন না "হবে" তারা মাথা নেড়ে বলবেন, "হতে পারে"।

দেখ, বিজ্ঞান যে প্রকৃতির সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না, তা বিজ্ঞান মহলে এখন স্বীকার্য। তাহলে যে বিজ্ঞান স্রষ্টার তৈরি প্রকৃতির সব রহস্য ভেদ করতে অক্ষম, তাকে বাটখারা বানিয়ে সেই প্রকৃতির স্রষ্টাকে জাস্টিফাই করাটা কি নিছক ছেলেমানুষি নয়?'

সাজিদ কিছু বলল না। আমি আবার বললাম, 'বিজ্ঞান যে সবকিছুর প্রমাণ দিতে পারে না, তার বিশাল একটা লিস্টও করে ফেলা যাবে চাইলে।'

সাজিদ রাগি রাগি গলায় বলল- 'ফাইজলামো করিস আমার সাথে?'

আমি হাসতে লাগলাম। বললাম- 'আচ্ছা শোন, বলছি। তোর প্রেমিকার নাম মিতু না?'

'এইখানে প্রেমিকার ব্যাপার আসছে কেন?'

'আরে বল না আগে।'

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে করিস না। কথার কথা বলছি। ধর, আমি মিতুকে ধর্ষণ করলাম। রক্তাক্ত অবস্থায় মিতু তার বেডে পড়ে আছে। আরও ধর, তুই কোনোভাবে ব্যাপারটা জেনে গেছিস।'

'হু।'

'এখন বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা কর দেখি, মিতুকে ধর্ষণ করায় কেন আমার শাস্তি হওয়া দরকার?'

সাজিদ বলল- 'ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চন। এটাকে বিজ্ঞান দিয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করব?'

'হা হা হা। আগেই বলেছি। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার উত্তর বিজ্ঞানে নেই।'

সাজিদ বলল, 'এটা কি ক্রাইম সাইন্সের অংশ না?'

'ক্রাইম সাইন্স যে কথা, পলিটিক্যাল সাইন্সও একই কথা। দুটোর সাথেই 'সাইন্স' শব্দ আছে। কিন্তু দিনশেষে দুটোর কোনোটাই আদতে সাইন্স না। হা হা হা।'

'কিন্তু এর সাথে স্রষ্টায় বিশ্বাসের সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক আছে। স্রষ্টায় বিশ্বাসটাও এমন একটা বিষয়, যেটা আমরা মানে মানুষেরা, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণাদি দিয়ে প্রমাণ করতে পারব না। স্রষ্টা কোনো টেলিস্কোপে ধরা পড়েন না। উনাকে অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়েও খুঁজে বের করা যায় না। উনাকে জাস্ট বিশ্বাস করে নিতে হয়।'

সাজিদ এবার ২৬০ ডিগ্রি এঙ্গেলে বেঁকে বসল। সে বলল- 'ধুর! কী সব আবোলতাবোল বোঝালি। যা দেখি না, তাকে বিশ্বাস করে নেব?'

আমি বললাম- 'হ্যাঁ। পৃথিবীতে অবিশ্বাসী বলে কেউই নেই। সবাই বিশ্বাসী। সবাই এমন কিছু না কিছুতে ঠিক বিশ্বাস করে, যা তারা আদৌ দেখেনি বা দেখার কোনো সুযোগও নেই। কিন্তু এটা নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলে না। তারা নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে তাতে বিশ্বাস করে যায়। তুইও ঠিক সেরকম।'

সাজিদ বলল- 'আমি? পাগল হয়েছিস? আমি না দেখে কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না, ভবিষ্যতে কখনো করবও না।'

'তুই এখনও না দেখে অনেক কিছুই বিশ্বাস করিস এবং এটা নিয়ে তোর মধ্যে কোনোদিন কোনো প্রশ্নও জাগেনি, আজকে এই আলোচনা না করলে হয়তো জাগতও না।'

সে আমার দিকে কৌতূহলী তাকিয়ে রইল। বললাম- 'জানতে চাস?'

'হু।'

'আবার বলছি, কিছু মনে করিস না। যুক্তির খাতিরে বলছি।'

'ঠিক আছে, বল।'

'আচ্ছা, তোর বাবা-মা'র মিলনেই যে তোর জন্ম হয়েছে, সেটা তুই কখনো দেখেছিলি? বা, এই মুহূর্তে কোনো এভিডেন্স আছে তোর কাছে? হতে পারে তোর মা তোর বাবা ছাড়া অন্য কারও সাথে দৈহিক সম্পর্ক করেছে তোর জন্মের আগে। হতে পারে, তুই অই ব্যক্তিরই জৈব ক্রিয়ার ফল। তুই এটা দেখিসনি। কিন্তু কোনোদিনও কি তোর মা'কে এটা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলি? নিশ্চয়ই করিসনি। সেই ছোটোবেলা থেকে যাকে বাবা হিসেবে দেখে আসছিস, এখওন তাকেই বাবা বলে ডাকছিস। যাকে ভাই হিসেবে জেনে আসছিস, তাকেই ভাই বলে ডাকিস। বোনকে বোন বলিস।

তুই না দেখেই এসবে বিশ্বাস করিস না? কোনোদিন জানতে চেয়েছিস এখন যাকে বাবা ডাকছিস, তুই আসলেই তার ঔরসজাত কি না? জানতে চাসনি। বিশ্বাস করে গেছিস। এখনও করছিস। ভবিষ্যতেও করবি। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসটাও ঠিক এমনই রে দোস্ত। এটাকে প্রশ্ন করা যায় না। সন্দেহ করা যায় না। এটাকে হৃদয়ের গভীরে ধারণ করতে হয়। এটার নামই বিশ্বাস।'

সাজিদ উঠে বাইরে চলে গেল। ভাবলাম, সে আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে হয়তো।

পরের দিন ভোরে আমি যখন ফজরের নামাজের জন্য অজু করতে যা, দেখলাম আমার পাশে সাজিদ এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। সে আমার চাহনির প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে। সে বলল- 'নামাজ পড়তে উঠেছি।'